শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: ইসলাম শিক্ষা | ৯ম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন ২

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ৩

গ) শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করনীয় ৩

ঘ) আচরণিক নির্দেশক ৩

ঙ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ ৩

চ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা ৪

ছ) মূল্যায়নে এপসের ব্যবহার ৪

পরিশিষ্ট ১ ৫

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI) ৫

পরিশিষ্ট ২ ৭

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট ৭

পরিশিষ্ট ৩ ১৬

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক ১৬

পরিশিষ্ট ৪ ১৮

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট ১৮

পরিশিষ্ট ৫ ১৯

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI) ১৯

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমন্ডলী,

২০২২ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া আছে এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে আপনারা সফলভাবে শিখনকালীন মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছেন। তারপরেও, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সেসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে,

১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে তা এখন আর মূল্যায়নে মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান—জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজ এবং আচরন পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন চালিয়ে যাবেন। প্রতিটি অভিজ্ঞতা শেষে পারদর্শিতার সূচক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করবেন।

৩। নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।

৪। শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী একটি অভিজ্ঞতা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থী যে সকল কাজের নির্দেশনা দেওয়া আছে শুধুমাত্র ওই কাজগুলকেই মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা বাইরে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত কাজ করানো যাবেনা।

৫। অভিজ্ঞতা পরিচালনার সময় যেখানে শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজন হয়, শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যেন উপকরণ গুলো বিনামূল্যের, স্বল্পমূল্যের এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য (রিসাইকেল) উপাদান দিয়ে তৈরি। প্রয়োজনে বিদ্যালয় এইসব শিক্ষা উপকরণের ব্যায়ভার বহন করবে।

৫। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৪ সালে ৯ম শ্রেণির শিখনকালীন মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (৯ম শ্রেণির এই বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (☐ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা নির্ধারিত হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি এবং বছর শেষে আরেকটি ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি হবে। প্রথম ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের রেকর্ড, পরবর্তী ৬ মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়নের রেকর্ডের সমন্বয়ে পরবর্তীতে বার্ষিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করা হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা PI (পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন প্রমাণকের ভিত্তিতে দিতে হবে তা দেয়া আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক দেয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন, এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (☐ ○ △) ভরাট করবেন। শুধুমাত্র শিক্ষকের রেকর্ড রাখার সুবিধার্থে এই চিহ্নগুলো ঠিক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

- ✓ ছকে ইনপুট দেওয়া হয়ে গেলে শিক্ষক পরবর্তীতে যে কোন সুবধাজনক সময়ে (অভিজ্ঞতা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে) এই শিট থেকে শিক্ষার্থীর তথ্য 'নৈপুণ্য' এপস এ ইনপুট দিবেন।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যেসকল প্রমাণকের সাহায্যে পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলো শিক্ষাবর্ষের শেষ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৪ সালের বছরের মাঝামাঝিতে বিষয়ের ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও বছরের শেষে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।

গ) শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করনীয়

- ✓ যদি কোন অভিজ্ঞতা চলাকালীন সময়ে কোন শিক্ষার্থী আংশিক সময় বা পুরোটা সময় বিদ্যালয়ে অনুপুস্থিত থাকে তাহলে ঐ শিক্ষার্থীকে ঐ যোগ্যতাটি অর্জন কারনোর জন্য পরবর্তীতে এনসিটিবির নির্দেশনা অনুযায়ী নিচের নিরাময়মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই নির্দেশনা পরবর্তীতে দেওয়া হবে।

ঘ) আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৫ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। শিক্ষক বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করবেন। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে। আচরণিক নির্দেশকগুলোতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা শিক্ষক বছরে শুধুমাত্র দুইবার ইনপুট দিবেন। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় একবার এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় একবার।

ঙ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভূজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

চ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন— নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

ছ) মূল্যায়নে এপসের ব্যবহার

জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসারে ২০২৪ সালে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ের শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষকগণ “নৈপুণ্য” অ্যাপটি ব্যবহার করে সম্পন্ন করবেন। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের অংশগ্রহণে এবং শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে। কারিকুলাম অনুযায়ী শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নের পারদর্শিতার নির্দেশক অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে রয়েছে সেই তথ্য বিষয় শিক্ষকরা ইনপুট দিলে শিক্ষার্থীর জন্য স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট প্রস্তুত করে দিবে এই ‘নৈপুণ্য’ অ্যাপ।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	PI ক্রম	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
৯১.০৯.০১ ইসলামের মূল উৎসসমূহ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে নির্দেশনার আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হতে পারা।	১	৯১.০৯.০১.০১	ইসলামের মূল উৎসসমূহ থেকে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান প্রকাশ / প্রদর্শণ করছে।	মূল উৎস হিসেবে আল কুরআন থেকে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান প্রদর্শণ/ প্রকাশ করছে।	বিভিন্ন উৎস (কুরআন ও হাদিস) থেকে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান প্রদর্শণ/ প্রকাশ করছে।	বিভিন্ন উৎস (কুরআন ও হাদিস) থেকে একই বিষয়ে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান এর অন্ত:সম্পর্ক বিশ্লেষণ করছে।
	২	৯১.০৯.০১.০২	ইসলামী জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন।	প্রাসংগিক ধর্মীয় ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে।	প্রাসংগিক ধর্মীয় ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।	প্রাসংগিক ধর্মীয় ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে।
	৩	৯১.০৯.০১.০৩	ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণ প্রদর্শণ করছে।	দৈনন্দিন কর্মকান্ডে নৈতিকতা/মানবিক গুণ প্রদর্শণ করে।	ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে উজ্জীবিত হয়ে দৈনন্দিন কর্মকান্ডে নৈতিকতা/মানবিক গুণ অনুশীলনের চেষ্টা করে।	বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্মকান্ডে নৈতিকতা/ মানবিক গুণ চর্চা করে।
৯১.০৯.০২ ইবাদতের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা।	৪	৯১.০৯.০২.০১	ইবাদতের শিক্ষা অনুধাবন করে অনুসরণ করছে।	ইবাদতের নিয়মকানুন বুঝে অনুসরনের চেষ্টা করে।	ইবাদতের উদ্দেশ্য বুঝে তা অনুসরণের চেষ্টা করে।	ইবাদতের শিক্ষা বুঝে নিয়মিত অনুসরণ করে।
	৫	৯১.০৯.০২.০২	দৈনন্দিন জীবনে ইবাদতের শিক্ষা প্রয়োগ করে।	ইবাদতের (নামাজ, রোজা ইত্যাদি) উদ্দেশ্য বুঝে দৈনন্দিন জীবনে তা প্রয়োগের চেষ্টা করে।	দৈনন্দিন কর্মকান্ডে ইবাদতের শিক্ষার প্রতিফলন আছে।	যে কোন কার্যক্রমে ইবাদতের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রয়োগ করে।
৯১.০৯.০৩ ইসলামের শিক্ষার আলোকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণে	৬	৯১.০৯.০৩.০১	ত্যাগের মহিমা বুঝে অনুশীলন করছে।	দৈনন্দিন জীবনযাপনে ছাড় দেয়ার/ত্যাগ করার মানসিকতা প্রদর্শণ করছে।	প্রয়োজনে নিজে ছাড় দিয়ে/ত্যাগ করে সমস্যার সমাধান বা অন্যের উপকার করছে।	প্রাসংগিক পরিস্থিতিতে নিজের ইচ্ছায় ছাড় দিচ্ছে/ত্যাগ করছে।

নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।	৭	৯১.০৯.০৩.০২	ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ/সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।	কল্যাণকর কাজে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রদর্শণ করছে।	প্রাসংগিক পরিস্থিতিতে অন্যের কল্যাণ বিবেচনায় নিজ স্বার্থ ত্যাগ করছে।	স্বউদ্যোগে স্বার্থ ত্যাগ করে মানুষ/সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।
	৮	৯১.০৯.০৩.০৩	ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।	প্রকৃতির কল্যাণে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রদর্শণ করছে।	প্রাসংগিক পরিস্থিতিতে প্রকৃতির কল্যাণ বিবেচনায় নিজ স্বার্থ ত্যাগ করছে।	স্বউদ্যোগে স্বার্থ ত্যাগ করে প্রকৃতির জন্য কল্যাণকর কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।

পরিশিষ্ট ২

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট

৯ম শ্রেণির নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিকভাবে দেয়া হল। শিক্ষক কোন অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার নির্দেশকে ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেয়া আছে। একটা বিষয়ে বিশেষভাবে মনে রাখা জরুরি যে, শিক্ষার্থী ধর্মের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান কতটা মুখস্থ করতে পারছে, শিক্ষক কখনই তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণে করবেন না। বরং যেসব পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান প্রাসঙ্গিক, সেখানে পাঠ্যবই বা অন্য যেকোনো নির্ভরযোগ্য রিসোর্স থেকে তথ্য নিয়ে কীভাবে সেই তথ্য ব্যবহার করছে তার ওপর শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা নির্ভর করবে। তবে ইসলাম শিক্ষার ক্ষেত্রে ইবাদাতের জন্য প্রয়োজনীয় সূরা/আয়াত, দোয়া মুখস্থ করাতে হবে।

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার মাত্রার নিচে দেয়া আছে; এবং যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করে এই ইনপুট দেবেন তাও ছকের ডান পাশে উল্লেখ করা আছে। পরিশিষ্ট-৩ এ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের একটা ফাঁকা ছক দেয়া আছে। ঐ ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে শিক্ষক প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারবেন।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক			
শ্রেণি : ৯ম			**বিষয়: ইসলাম শিক্ষা**
যোগ্যতা ১	**অভিজ্ঞতা ১ ও ৮**		
পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**		
৯১.০৯.০১.০১ ইসলামের মূল উৎসসমূহ থেকে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান প্রকাশ / প্রদর্শণ করছে।	মূল উৎস হিসেবে আল কুরআন থেকে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান প্রদর্শণ/ প্রকাশ করছে।	বিভিন্ন উৎস (কুরআন ও হাদিস) থেকে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান প্রদর্শণ/ প্রকাশ করছে।	বিভিন্ন উৎস (কুরআন ও হাদিস) থেকে একই বিষয়ে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান এর অন্ত:সম্পর্ক বিশ্লেষণ করছে।
	যে পারদর্শিতা/নির্দেশক দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
	সক্রিয় আলোচনায়, অনুসন্ধানসহ বিভিন্ন উপায়ে কুরআন হতে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান প্রকাশ করছে। ▪ আকাইদ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রকৃতি অনুসন্ধান/সাক্ষাৎকার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহন করে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান প্রকাশ করছে। **(অভি: ০১, সেশন ০১-০২, পৃষ্ঠা ৪-৭; শিক্ষক সহায়িকা)** ▪ ‘যেসব বিশ্বাস ও কাজের মাধ্যমে তাওহিদ মজবুত করবো’ সংক্রান্ত কাজটি নির্দিষ্ট উৎস হতে প্রকাশ করছে। **(অভি: ০১, সেশন ০৪, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ০৯; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ ‘পরকালে জান্নাত লাভের জন্য যেসব কাজ অভ্যাসে পরিণত করবো’ সংক্রান্ত কাজটি নির্দিষ্ট উৎস হতে প্রকাশ করছে।	সক্রিয় আলোচনায়, অনুসন্ধানসহ বিভিন্ন উপায়ে কুরআন ও হাদিস হতে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করছে। ▪ বাড়ির কাজ: ‘পরকালে জান্নাত লাভের জন্য যেসব কাজ অভ্যাসে পরিণত করবো’ সংক্রান্ত কাজটি একাধিক উৎস (কুরআন ও হাদিস) হতে প্রকাশ করছে। **(অভি: ০১, সেশন ০৫, কাজ-০৪, পৃষ্ঠা ১৪; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ দলগত আলোচনা ‘আখিরাত দিবসে কল্যাণ লাভের জন্য কি কাজ নিয়মিত চর্চা করবো’ কাজটি walking wall পদ্ধতিতে সক্রিয়ভাবে প্রকাশ করছে। **(অভি: ০১, সেশন ০৬, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ১৬-১৭; পাঠ্যপুস্তক)**	বিভিন্ন উপায়ে কুরআন ও হাদিস হতে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান আন্ত:সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ করছে। ▪ প্রকল্প কাজ: আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহ চর্চা বা অনুশীলনের জন্য এক মাস মেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন নির্ধিরিত ছকে প্রতিবেদন তৈরি করছে। করছে। **(অভি: ০১, সেশন ০৩, কাজ-০৪, পৃষ্ঠা ৬; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ প্রতিফলন ডায়েরি লিখন: অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান আন্ত:সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ‘নিফাক থেকে মুক্ত রাখার জন্য ব্যক্তি, পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ জীবনে যেসব ভাল কাজ করবো এবং যেসব মন্দ কাজ পরিহার করবো’ তা প্রকাশ করছে।

	(অভি: ০১, সেশন ০৫, কাজ-০৪, পৃষ্ঠা ১৪; পাঠ্যপুস্তক) ▪ ভিপ কার্ড/পোস্টার তৈরি: জ্ঞানের উৎস হিসাবে আল-কুরআন এর সপক্ষে যুক্তি বা বানী (আয়াত) উল্লেখপূর্বক ভিপ কার্ড বা পোস্টার তৈরি করছে। **(অভি: ০৬, সেশন ০৩, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ৭৫; পাঠ্যপুস্তক)**	▪ জোড়ায় কাজ: 'যেসব কথা ও কাজ কুফরির পর্যায়ে পড়ে' একাধিক উৎস (কুরআন ও হাদিস) হতে প্রকাশ করছে। **(অভি: ০১, সেশন ০৭ কাজ-০২, পৃষ্ঠা ১৮; পাঠ্যপুস্তক)**	**(অভি: ০১, সেশন ০৮ কাজ-০৪, পৃষ্ঠা ২৪; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ আখলাকে হামিদাহ চর্চার জন্য অগ্রগতি কার্ড (চেকলিস্ট) নিয়মিত পূরণ ও অনুশীলন করছে। **(অভি: ০১, সেশন ০৯ কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ২৫; পাঠ্যপুস্তক)**
৯১.০৯.০১.০২ ইসলামী জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন।			
	প্রাসংগিক ধর্মীয় ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে।	প্রাসংগিক ধর্মীয় ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।	প্রাসংগিক ধর্মীয় ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে।
	দলগত কাজ নির্বাচিত সূরাসমূহ অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা **পৃষ্ঠা ৮০-৯৪; পাঠ্যপুস্তক**	**একক কাজ** নির্বাচিত সূরাসমূহের শিক্ষা বাস্তবায়ন কৌশল পরিকল্পনাকরণ **পৃষ্ঠা ৮০-৯৪; পাঠ্যপুস্তক**	**একক কাজ** নির্বাচিত সূরাসমূহের শিক্ষাসমূহ বাস্তবায়ন তৎপরতা/উদ্যোগ (অভিভাবকের রিপোর্ট এবং শিক্ষকের পর্যবেক্ষণের সমন্বয়ে মূল্যায়ন) **পৃষ্ঠা ৮০-৯৪; পাঠ্যপুস্তক**
	দ্র. পি আই ৯১.০৯.০১.০২ এর ক্ষেত্রে ৩য় অধ্যায়ের অহি , সুরাসমূহ অবতরণের প্রেক্ষাপট এবং ৫ম অধ্যায়ের 'আদর্শ জীবন-চরিত' এর শিখন যোগ্যতা বিবেচনা করে মুল্যায়ন করতে হবে।		
৯১.০৯.০১.০৩ ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণ প্রদর্শণ করছে।			
	দৈনন্দিন কর্মকান্ডে নৈতিকতা/মানবিক গুণ প্রদর্শণ করে।	ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে উজ্জীবিত হয়ে দৈনন্দিন কর্মকান্ডে নৈতিকতা/মানবিক গুণ অনুশীলনের চেষ্টা করে।	বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্মকান্ডে নৈতিকতা/ মানবিক গুণ চর্চা করে।
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
	▪ 'হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনাদর্শ স্মৃতিচারন' এর রাসুল (সা.) এর গুণাবলী চিহ্নিত করছে। **(অভি: ০৮, সেশন ০৩,**	▪ 'হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত আলি (রা.) এর জীবনাদর্শ হলো আল্লাহর অনুগত্যে পরিপূর্ণ' দু'জনের জীবনব্যবস্থা বিশ্লেষণ	▪ 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শ হলো ধৈর্য, ত্যাগ এবং সহমর্মিতার অন্যতম নিদর্শন' উল্লেখিত শিরোনামের

	কাজ-০১, পৃষ্ঠা ১৪০; পাঠ্যপুস্তক) ▪ প্রতিফলন ডায়েরি লিখন: 'হযরত আলী (রা.) কে কেনো আসাদুল্লাহ বলা হয়' কাজটির মাধ্যমে তাঁর গুণাবলী চিহ্নিত করছে। **(অভি: ০৮, সেশন ০৪, কাজ-০৫, পৃষ্ঠা ১৫৪; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ 'মুসলিম মহিয়সী নারীদের একটি তালিকা তৈরি' কাজটির মাধ্যমে মুসলিম মহিয়সী নারীদের গুণাবলী চিহ্নিত করছে। **(অভি: ০৮, সেশন ০৫ কাজ-০১, পৃষ্ঠা ১৫৭; পাঠ্যপুস্তক)**	করছে। **(অভি: ০৮, সেশন ০৪, কাজ-০২, পৃষ্ঠা ১৪৭; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ প্রতিফলন ডায়েরি লিখন: নির্ধারিত ছকে **'ইমাম হাসান (রা.) এবং হযরত রাবিয়া বসরি (র.) এর জীবনাদর্শ'** জীবনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করছে। **(অভি: ০৮, সেশন ০৫, কাজ-০৪, পৃষ্ঠা ১৬০; পাঠ্যপুস্তক)**	আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শ বাস্তব জীবনে কীভাবে চর্চা করবে তার একটি কর্মপরিকল্পনা করছে। **(অভি: ০৮, সেশন ০৩, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ১৪৮; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ অভিজ্ঞতা-০৮ এ উল্লেখিত বিভিন্ন জীবনাদর্শের শিক্ষা প্রয়োগের ক্ষেত্র বুঝে নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হতে পারছে। (শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ)

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক			
শ্রেণি: ৯ম			**বিষয়: ইসলাম শিক্ষা**
যোগ্যতা ২	**অভিজ্ঞতা ২-৬**		
পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**		
৯১.০৯.০২.০১ ইবাদতের শিক্ষা অনুধাবন করে অনুসরণ করছে।	ইবাদতের নিয়মকানুন বুঝে অনুসরনের চেষ্টা করে।	ইবাদতের উদ্দেশ্য বুঝে তা অনুসরণের চেষ্টা করে।	ইবাদতের শিক্ষা বুঝে নিয়মিত অনুসরণ করে।
	যে পারদর্শিতা/নির্দেশক দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
	▪ প্রতিফলন ডায়েরি লিখন: 'সালাত আদায়ের মাধ্যমে নিজের মধ্যে যেসব পরিবর্তন দেখতে পাই' উল্লেখিত শিরোনামের আলোকে নির্দিষ্ট বিধিবিধান চর্চা এবং রীতি-নীতি অনুসরণ করছে। **(অভি:২, সেশন ০২, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা**	▪ সাওমের স্মৃতিচারণ কার্যক্রমে (জোড়ায় জোড়ায় খেলা) সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে অনুকরণীয় স্মৃতিগুলো উল্লেখপূর্বক পোস্টার তৈরি করছে। **(অভি:৩, সেশন ০১, কাজ-০১-০৩, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৫; শিক্ষক সহায়িকা)**	▪ প্রকল্প কাজ: ' দৈনন্দিন জীবনে নফল সালাত চর্চা বা অনুশীলনের জন্য ১৫ দিন মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন শেষ নির্ধিরিত ছকে উপস্থাপন' বিভিন্ন উৎস থেকে ধর্মীয় বিধিবিধান চর্চা এবং রীতি-নীতি জেনে তুলনামূলক বিশ্লেষণ

	২৭; শিক্ষক সহায়িকা) ▪ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন: কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা/তাৎপর্য বাস্তব জীবনে কীভাবে অনুশীলন ও চর্চা করবে তার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে অনুসরণ করছে। **(অভি:৬, সেশন ০২, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ৫৭; শিক্ষক সহায়িকা)**		করে অনুসরণ করছে। **(অভি:২, সেশন ০৬, কাজ-০২, পৃষ্ঠা ৩৪; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ দলগত কাজ: 'ইবাদত হিসাবে সাওম ও সালাত তুলনামূলক বিশ্লেষণ' উল্লেখিত শিরোনামের আলোকে দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহন করছে। **(অভি:৩, সেশন ০৩, কাজ-০২, পৃষ্ঠা ৪০; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ ধর্মীয় বিধি-বিধানের আলোকে 'ইবাদত হিসাবে হজ, কুরবানি এবং আকিকা তুলনামূলক বিশ্লেষণ' নির্ধারিত ছকে কাজটি করছে। **(অভি:৫, সেশন ০৪, কাজ-০২, পৃষ্ঠা ৫৭; পাঠ্যপুস্তক)**
৯১.০৯.০২.০২ দৈনন্দিন জীবনে ইবাদতের শিক্ষা প্রয়োগ করে।			
	ইবাদতের (নামাজ, রোজা ইত্যাদি) উদ্দেশ্য বুঝে দৈনন্দিন জীবনে তা প্রয়োগের চেষ্টা করে।	দৈনন্দিন কর্মকান্ডে ইবাদতের শিক্ষার প্রতিফলন আছে।	যে কোন কার্যক্রমে ইবাদতের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রয়োগ করে।
	যে পারদর্শিতা/নির্দেশক দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
	▪ প্রতিবেদন তৈরি: 'আমি/আমরা কেনো নিয়মিত সালাত আদায় করি' কাজটি করার মাধ্যমে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতির শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করছে। **(অভি: ২, সেশন ০৫, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ৩১; শিক্ষক সহায়িকা)** ▪ 'সঠিক নিয়মে যাকাত প্রদান করলে সমাজে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য (অর্থনৈতিক)	▪ 'একজন ইমামকে যেসব কারণে সম্মান করি/করবো' ধর্মীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতির শিক্ষা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করছে। **(অভি: ২, সেশন ০৩, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ২৯; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ অনুসন্ধানমূলক কাজ: 'সাওম পালনের মাধ্যমে নিজের (শিক্ষার্থীর) বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের জীবনে-যাপনে পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ' **(অভি: ৩, সেশন ০৪, কাজ-০২, পৃষ্ঠা ৪১; পাঠ্যপুস্তক)**	▪ 'সাওমের যেসব শিক্ষা নিয়মিত চর্চা করে আমার জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে পারি' উল্লেখিত শিরোনামের আলোকে বাস্তব জীবনে সাওমের শিক্ষার প্রয়োগক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করছে। **(অভি: ৩, সেশন ০৩, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ৩৮; শিক্ষক সহায়িকা)** ▪ যাকাত সংক্রান্ত নির্ধারিত বিষয়ে পোস্টার/পেস্টুন বা প্লে কার্ড তৈরি করে বিদ্যালয়ের মাঠ/বারান্দা প্রদক্ষিণ বা মৌন র‍্যালিতে অংশগ্রহ করছে। **(অভি: ৪,**

	কমবে’ উল্লেখিত শিরোনামের আলোকে কাজটির মাধ্যমে ধর্মীয় বিধি-বিধানের শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। **(অভি: ৪, সেশন ০১, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ৪১; শিক্ষক সহায়িকা)** ▪ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ, অনলাইন সোর্স বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং উপস্থাপনের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতির শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। **(অভি: ৫, সেশন ০১-০২, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭; শিক্ষক সহায়িকা)** ▪ চিত্রাংকণ: ‘হজের কার্যবলি সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহ চিত্রাংকণ’ কাজটি করার মাধ্যমে হজের ধর্মীয় গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। **(অভি: ৫, সেশন ০৩, কাজ-০২, পৃষ্ঠ ৫৩; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ নির্ধারিত সূরা সমুহের শিক্ষা উপলব্ধি করে প্রয়োগ করছে। **(অভি: ৬, সেশন ০৬-০৮)**	▪ প্যানেল আলোচনা: ‘সমাজে দারিদ্র দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা’ উল্লেখিত শিরোনামের আলোকে প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহন করছে। **(অভি: ৪, সেশন ০৩, কাজ-০২, পৃষ্ঠা ৫০; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ প্যানেল আলোচনা: **সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজের তাৎপর্য বিশ্লেষণ”** উল্লেখিত শিরোনামের আলোকে প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহন করছে। **(অভি: ৫, সেশন ০৫,কাজ-২, পৃষ্ঠ ৫৩; শিক্ষক সহায়িকা)** ▪ প্রতিবেদন তৈরি: ‘আমাদের বাস্তব জীবনে হজ, কুরবানির শিক্ষার প্রয়োগ বা অনুশীলনের ক্ষেত্রসমূহ’ প্রতিবেদন তৈরি করছে। **(অভি: ৫, সেশন ০৫,কাজ-৩, পৃষ্ঠ ৫৪; শিক্ষক সহায়িকা)**	**সেশন ০৪, কাজ-০১-০২, পৃষ্ঠা ৪৫; শিক্ষক সহায়িকা)** ▪ প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপন: ‘আমাদের বাস্তব জীবনে হজ, কুরবানির শিক্ষার প্রয়োগ বা অনুশীলনের ক্ষেত্রসমূহ’ **(অভি: ৫, সেশন ০৫, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ৫৩; শিক্ষক সহায়িকা)** ▪ নির্ধারিত সূরা সমুহের শিক্ষা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে পরিস্থিতি বিবেচনায় বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করছে। বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করছে। **(অভি: ৬, সেশন ০৬-০৮)**

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক			
শ্রেণি : ৯ম			**বিষয়: ইসলাম শিক্ষা**
যোগ্যতা ৩	**অভিজ্ঞতা ৭-৯**		
পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**		
৯১.০৯.০৩.০১ ত্যাগের মহিমা বুঝে অনুশীলন করছে।	দৈনন্দিন জীবনযাপনে ছাড় দেয়ার/ত্যাগ করার মানসিকতা প্রদর্শণ করছে।	প্রয়োজনে নিজে ছাড় দিয়ে/ত্যাগ করে সমস্যার সমাধান বা অন্যের উপকার করছে।	প্রাসংগিক পরিস্থিতিতে নিজের ইচ্ছায় ছাড় দিচ্ছে/ত্যাগ করছে।
	একক কাজ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের ত্যাগের ঘটনাবলি জেনে শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে এসব ত্যাগের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পারে (তা লিখে/বলে) প্রকাশ করেছে।	**একক কাজ** হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের ত্যাগের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা নিয়ে তা অনুশীলন করছে	**একক কাজ** হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের ত্যাগের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নিজের ইচ্ছায় ছাড় দিচ্ছে/ত্যাগ স্বীকার করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে
৯১.০৯.০৩.০২ ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ/সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।			
	কল্যাণকর কাজে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রদর্শণ করছে।	প্রাসংগিক পরিস্থিতিতে অন্যের কল্যাণ বিবেচনায় নিজ স্বার্থ ত্যাগ করছে।	স্বউদ্যোগে স্বার্থ ত্যাগ করে মানুষ/সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।
	যে পারদর্শিতা/নির্দেশক দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
	▪ নির্বাচিত আখলাকসমূহ বিদ্যালয়, পরিবারে কীভাবে চর্চা বা বর্জন করবে তা দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করছে। **(অভি: ০৭, সেশন ০১, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ৬৮; শিক্ষক সহায়িকা)** ▪ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন: 'সৃষ্টি ও মানবতার কল্যাণে শিক্ষার্থীর ভূমিকা' উল্লেখিত শিরোনামে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করছে। **(অভি: ০৮, সেশন ০৭, কাজ-০১, পৃষ্ঠা**	▪ আত্মমূল্যায়ন: 'পরিবার, প্রতিবেশি,মা-বাবা, বয়োজেষ্ঠ্য, শিশুর চোখে আমি' নির্ধারিত ছকে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ কাজটি করছে। **(অভি: ০৭, সেশন ০৪, কাজ-০৪, পৃষ্ঠা ১২৫; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন: 'সৃষ্টি ও মানবতার কল্যাণে শিক্ষার্থীর ভূমিকা' উল্লেখিত শিরোনামে কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করছে। **(অভি: ০৮, সেশন ০৭, কাজ-০১,**	▪ ভালো ও নিন্দনীয় আখলাকগুলো বাস্তব জীবনে কীভাবে চর্চা/বর্জন করবে তা ভূমিকাভিনয়/চিত্রাংকণ/বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করছে। **(অভি: ০৭, সেশন ০৭, কাজ-০২, পৃষ্ঠা ৭৬; শিক্ষক সহায়িকা)** ▪ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন: 'সৃষ্টি ও মানবতার কল্যাণে শিক্ষার্থীর ভূমিকা' উল্লেখিত শিরোনামে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী

	৮৭; শিক্ষক সহায়িকা) ▪ ‘পূর্বের শ্রেনিতে জেনে যেসব আখলাক নিয়মিত চর্চা/বর্জন করি’ উল্লেখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছক পূরণ করে সমাজের কল্যাণের বিভিন্ন উপায় চিহ্নিত করছে। **(অভি: ০৭, সেশন ০১, কাজ-০২, পৃষ্ঠা ১১১; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ ‘দৈনন্দিন জীবনে তাওয়াক্কুল ও হালাল উপার্জন এর চর্চা বা প্রয়োগক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো’ **(অভি: ০৭, সেশন ০২, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ১১৫; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ চারপাশে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনা করে সমাজের কল্যাণের বিভিন্ন উপায় চিহ্নিত করছে। **(অভি: ০৯, সেশন ০১, কাজ-০২-০৩, পৃষ্ঠা ৮৯; শিক্ষক সহায়িকা)**	**পৃষ্ঠা ১৬৬; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ প্রতিফলন ডায়েরি লিখন: ‘পরশ্রীকাতরতা ও অপবাদ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা অনুসন্ধান’ পরশ্রীকাতরতা ও অপবাদ বর্জনের গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। **(অভি: ০৭, সেশন ০৫, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ৭৪; শিক্ষক সহায়িকা)** ▪ প্রতিবেদন তৈরি: ‘পরশ্রীকাতরতা, অপবাদ, ঘুষ, মাদকাসক্তি ও অশ্লীলতা আমাদের সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে’ উল্লেখিত শিরোনামের আলোকে ধর্মীয় নির্দেশনার গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। **(অভি: ০৭, সেশন ০৬, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ১৩৮; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ চিহ্নিত সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা সমাধানের জন্য ‘অনুভূতি কর্ণার’ তৈরির পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। **(অভি: ০৯, সেশন ০২, কাজ-০১-০২, পৃষ্ঠা ৯০-৯১; শিক্ষক সহায়িকা)**	মানুষের কল্যাণ করছে। **(শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ)** ▪ প্রতিফলন ডায়েরি লিখন: ‘সমাজেসেবায় নিজেকে যেভাবে সম্পৃক্ত করতে পারি, ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে বিশ্লেষণ করে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত রাখছে। **(অভি: ০৭, সেশন ০৩, কাজ-০২, পৃষ্ঠা ১২৩; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ প্রতিবেদন উপস্থাপন: ‘পরশ্রীকাতরতা, অপবাদ, ঘুষ, মাদকাসক্তি ও অশ্লীলতা আমাদের সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে’ উল্লেখিত শিরোনামের আলোকে ধর্মীয় নির্দেশনার বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করছে। **(অভি: ০৭, সেশন ০৬, কাজ-০৩, পৃষ্ঠা ১৩৮; পাঠ্যপুস্তক)** ▪ পরিকল্পনাটি বিচার-বিশ্লেষণ তা বাস্তবায়নের জন্য **‘অনুভূতি কর্ণার’** তৈরি, সহযোগিতা সংগ্রহ ও বিতরণ করছে। **(অভি: ০৯, সেশন ০৩-০৪, পৃষ্ঠা ৯২-৯৪; শিক্ষক সহায়িকা)**
৯১.০৯.০৩.০৩ ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।			
	প্রকৃতির কল্যাণে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রদর্শণ করছে।	প্রাসংগিক পরিস্থিতিতে প্রকৃতির কল্যাণ বিবেচনায় নিজ স্বার্থ ত্যাগ করছে।	স্বউদ্যোগে স্বার্থ ত্যাগ করে প্রকৃতির জন্য কল্যাণকর কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।
	প্রকল্প কাজ নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে প্রকৃতির কল্যাণে কী করা যায়-শিক্ষক এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ভাবতে দিয়ে তাদেরকে ব্যক্তিগত এবং দলগত পরিকল্পনা করতে	**প্রকল্প কাজ** বিদ্যালয় পরিমন্ডলে প্রকৃতির কল্যাণে গ্রহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ত্যাগের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন	**প্রকল্প কাজ** প্রকৃতির কল্যাণে গ্রহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সতস্ফুর্ততা ও স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন

	দিবেন। পরিকল্পনা প্রনয়ন ও এ সংক্রান্ত দলগত কাজে তাদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন।		

পরিশিষ্ট ৩

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ প্রতি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণ: যোগ্যতা ১ অভিজ্ঞতা ১ এ শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে ৩টি পারদর্শিতার নির্দেশক নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো হলো ৯১.০৯.০১.০১, ৯১.০৯.০১.০২ এবং ৯১.০৯.০১.০৩ (পরিশিষ্ট-২ দেখুন)। শিক্ষক উক্ত শিখন অভিজ্ঞতার টপশিটের সাথে পরের পৃষ্ঠায় দেয়া ছকটি পূরণ করে ব্যবহার করবেন। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করবেন তা দেখানো হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম :					তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি :	৯ম	বিষয় :	ইসলাম শিক্ষা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :					

		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৯১.০৮.০১.০১	৯১.০৮.০১.০২	৯১.০৮.০১.০৩					
০১		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
০২		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
০৩		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
০৪		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
০৫		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
০৬		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△

প্রতিষ্ঠানের নাম :						তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি :		বিষয় :	ইসলাম শিক্ষা		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :						

		প্রযোজ্য PI নং					
রোল নং	নাম						
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△
		■○△	■○△	■○△	■○△	■○△	■○△

পরিশিষ্ট ৪

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি: ৭ম**	**বিষয়: ইসলাম শিক্ষা**	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার নং ও নির্দেশক (পিআই)	**পারদর্শিতার মাত্র**		
৯১.০৯.০১.০১ ইসলামের মূল উৎসসমূহ থেকে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান প্রকাশ / প্রদর্শণ করছে।			
	মূল উৎস হিসেবে আল কুরআন থেকে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান প্রদর্শণ/ প্রকাশ করছে।	বিভিন্ন উৎস (কুরআন ও হাদিস) থেকে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান প্রদর্শণ/ প্রকাশ করছে।	বিভিন্ন উৎস (কুরআন ও হাদিস) থেকে একই বিষয়ে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান এর অন্ত:সম্পর্ক বিশ্লেষণ করছে।
৯১.০৯.০১.০২ ইসলামী জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন।			
	প্রাসংগিক ধর্মীয় ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে।	প্রাসংগিক ধর্মীয় ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।	প্রাসংগিক ধর্মীয় ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে।
৯১.০৯.০১.০৩ ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণ প্রদর্শণ করছে।			
	দৈনন্দিন কর্মকান্ডে নৈতিকতা/মানবিক গুণ প্রদর্শণ করে।	ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে উজ্জীবিত হয়ে দৈনন্দিন কর্মকান্ডে নৈতিকতা/মানবিক গুণ অনুশীলনের চেষ্টা করে।	বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্মকান্ডে নৈতিকতা/ মানবিক গুণ চর্চা করে।
৯১.০৯.০২.০১ ইবাদতের শিক্ষা অনুধাবন করে অনুসরণ করছে।			
	ইবাদতের নিয়মকানুন বুঝে অনুসরনের চেষ্টা করে।	ইবাদতের উদ্দেশ্য বুঝে তা অনুসরণের চেষ্টা করে।	ইবাদতের শিক্ষা বুঝে নিয়মিত অনুসরণ করে।
৯১.০৯.০২.০২ দৈনন্দিন জীবনে ইবাদতের শিক্ষা প্রয়োগ করে।			
	ইবাদতের (নামাজ, রোজা ইত্যাদি) উদ্দেশ্য বুঝে দৈনন্দিন জীবনে তা প্রয়োগের চেষ্টা করে।	দৈনন্দিন কর্মকান্ডে ইবাদতের শিক্ষার প্রতিফলন আছে।	যে কোন কার্যক্রমে ইবাদতের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রয়োগ করে।
৯১.০৯.০৩.০১ ত্যাগের মহিমা বুঝে অনুশীলন করছে।			
	দৈনন্দিন জীবনযাপনে ছাড় দেয়ার/ত্যাগ করার মানসিকতা প্রদর্শণ করছে।	প্রয়োজনে নিজে ছাড় দিয়ে/ত্যাগ করে সমস্যার সমাধান বা অন্যের উপকার করছে।	প্রাসংগিক পরিস্থিতিতে নিজের ইচ্ছায় ছাড় দিচ্ছে/ত্যাগ করছে।
৯১.০৯.০৩.০২ ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ/সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।			
	কল্যাণকর কাজে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রদর্শণ করছে।	প্রাসংগিক পরিস্থিতিতে অন্যের কল্যাণ বিবেচনায় নিজ স্বার্থ ত্যাগ করছে।	স্বউদ্যোগে স্বার্থ ত্যাগ করে মানুষ/সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।
৯১.০৯.০৩.০৩			

ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।	প্রকৃতির কল্যাণে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রদর্শণ করছে।	প্রাসংগিক পরিস্থিতিতে প্রকৃতির কল্যাণ বিবেচনায় নিজ স্বার্থ ত্যাগ করছে।	স্বউদ্যোগে স্বার্থ ত্যাগ করে প্রকৃতির জন্য কল্যাণকর কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

এখানে আচরণিক নির্দেশকের একটি তালিকা দেয়া হলো। বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই সূচকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার সূচকের পাশাপাশি এই আচরণিক সূচকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে।

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
১. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে

৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে
৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ